দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUN 12 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কারিগরি বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষাই বন্ধ!

চাঁদপুর থেকে শাহ মোহাম্মদ মাকসুদ॥ কারিগরি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে চাঁদপুর শহরের তিন কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটি সরকারি কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও ষোল বছর ধরে ওই বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষাই বন্ধ। চৌদ্দ একর সম্পত্তির উপর বিশাল তিনতলা পাকা অবকাঠামোভিত্তিক ওই বিদ্যালয়টি বর্তমানে নানা সংকটে পতিত।

১৯৬৫ সালে চাঁদপুর, সৈয়দপুর এবং নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে পৃথক তিনটি সরকারি কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ওই বছরের ১লা জানুয়ারিতেই চাঁদপুরের স্কুলটি চালু করা হয়। শুরু থেকেই এই বিদ্যালয়ে তিনশ' নম্বরের কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের যুক্তরাজ্য থেকে ইপিইএস প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হতো। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ওই বিদ্যালয়ের তিনজন প্রধান শিক্ষক এই প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। প্রায় সোয়া চৌদ্দ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কের পাশে অবস্থিত। বিদ্যালয় ভবন ও ছাত্রাবাস তিনতলা বিশিষ্ট এবং মোট কক্ষসংখ্যা ৫৩টি। এছাড়া বিদ্যালয়ে আলাদা মসজিদ, ডাইনিং কক্ষ, স্টোর রুম এবং বিশাল খেলার মাঠ রয়েছে।

১৯৮৩ সালে সরকার হঠাৎ করে এই বিশাল সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ বিদ্যালয়টির কারিগরি শিক্ষা বন্ধ করে দিয়ে কারিগরি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক শিক্ষা বলে ঘোষণা করে। কাঠ, লোহা-লক্কর এবং জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকনের বিষয়গুলোকে (যা ঐচ্ছিক বলে ঘোষণা করা হয়) আবার '৯০ সালে এসে একত্রিত করে 'কর্মমুখী শিক্ষা' নামে একটি বিষয়ে রূপান্তর করে একে চতুর্থ বিষয় বলে ঘোষণা করা হয়। শিক্ষক না থাকায় '৯৮ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চতুর্থ বিষয় হিসেবে ওই বিষয়ে পড়তে পারছে না। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের নাম কারিগরি হলেও এখানে কারিগরি শিক্ষা নেই।

শিক্ষকদের ২৯টি পদের মধ্যে ১১টিই খালি পড়ে আছে। বিদ্যালয়ে নৈশপ্রহরী, মালি, সুইপার নেই। দুইজন পিয়ন এবং ইউডির পদ বহুদিন ধরে খালি। মাত্র চারজন পিয়ন ও একজন এলডি দিয়ে অফিসিয়াল সব কাজ করাতে হয়। বিদ্যালয়টির চার ধারে কোন বাউন্ডারি দেয়াল না থাকায় স্থানীয় মস্তান ও বখাটেরা অবলীলায় স্কুল ক্যাম্পাসে ঢুকে যায় এবং স্থাপনা, আসবাবপত্র, গাছ-গাছালির যথেচ্ছ ক্ষতি করে। তাছাড়া সন্ধ্যার পর ক্যাম্পাসে বহিরাগতরা মদ, জুয়াসহ নৈতিকতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে মেতে উঠে।

কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের বেশ কিছু কক্ষ এমনিতেই খালি পড়ে থাকে। ছাত্র অনুপাতে ভবন বড় ও কক্ষ বেশি হওয়ায় এই অবস্থা।